বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

নাম — কৃষ্ণা দাস,

বিভাগ — বাংলা (স্নাতক),

ক্লাস — ৪র্থ সেম:, স্নাতক,

রেজি: নং — 1190122 of 2019-2020,

রোল নং — 1114119-190022,

বিষয় — BNGHSE (SEC-2),

প্রকল্পের নাম — নির্বাচিত মঙ্গল কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র গুলির অবস্থান পর্যবেক্ষণ,

কৃষ্ণা দাস,

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

তারিখ - 31.04.21

ভূমিকা (Introduction)

⇒ সাহিত্য দেশের অন্দর মহলের ছবিকে তুলে আনে চোখে-হেঁটেছে। কবি সাহিত্যিকরা তাঁদের চারপাশের চেনা জগতকে নিজ-মনের মাধুরী মিশিয়ে সাহিত্যের রস-সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাল তাল করে শব্দের মুক্ত-বেণী সাজিয়ে পাঠক-হৃদয়কে রসসিক্ত করে তোলেন। শুধু চেনা বাস্তব ছাড়া কবিরা আশ্রয় নেয় কল্প লোকের মায়া জালে। তাইতো যে কালেরই সাহিত্য হোক না কেন, সর্ব কালের সাহিত্যের মধ্যে বাস্তব আর কল্পনা মিলে মিশে রাজত্ব চালায়, মধ্যযুগের সাহিত্যও এর ব্যতিক্রমী নয়, মধ্যযুগীয় নগ্ন বাস্তব আর কল্পনাশ্রিত নর-নারীর কথাকে কেন্দ্র করে সেকালের সামাজিক চিত্রের স্বরূপে গড়ে উঠেছে অন্যান্য কাব্যের মত মঙ্গল কাব্য গুলিও, সে যাই হোক সব মিলিয়ে মধ্যযুগের কাব্য সমকালীন দেশ-কাল সমাজের এবং সেই সময়কার পাত্র-পাত্রীর পুঙ্খানুপুঙ্খ দলিল॥

⊠ মঙ্গল কাব্য দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য প্রচারে সমৃদ্ধ, তবে এ দেব-দেবীরা বাস্তবজীবনের ক্ষেত্রেও সাধারন নর-নারী রূপে ধুলি-ধূসরিত পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। পৌরানিক কাঠামোকে গ্রহন করলেও মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি নিয়ে যে জীবন তারই স্রোতে সমাজের বিশ্বস্ত পরিচয় মঙ্গল কাব্যের পাতায় উঠে এসেছে, এ কাব্যে পল্লী বাংলার সামগ্রিক রূপ প্রকাশিত, লৌকিক উপাদানে আর বাস্তব চরিত্রে মঙ্গল কাব্য গুলি বাংলার জাতীয় কাব্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, মঙ্গল কাব্য মাটির সম্পদ, এ কাব্যে রয়েছে সোঁদা মাটির গন্ধ॥

এ কাব্যে রয়েছে সোঁদা মাটির গন্ধ। মঙ্গল কাব্য এবং তৎকালীন সমাজের মত 'শেষের কবিতা'র লাবন্য আর অমিতের কথোপকথনে উঠে আসল →

"গ্রহন করেছ যত ঋনী তত করেছ আমায়"

এবং এ কাব্যের সমাজ ও সাহিত্য একে অপরকে দিয়ে বলে নিল — "যদস্তু হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম॥"

মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যের নারী চরিত্রের তুলনায় মঙ্গল কাব্যের নারীরা বৈচিত্র্যময়ী, এ নারী সতীত্বতায়, সরলতায়, প্রানবন্ত মমত্বে, বিদ্রোহিনীর স্বতন্ত্র দীপ্তিতে ভাস্বর, সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক শোষন - বৈষম্যের বিরুদ্ধে পুরুষ - কবিরা প্রতিবাদী নারীকণ্ঠস্বর কে আকাশে - বাতাসে ধ্বনিত করে তুলেছেন॥

———— ০ ————

প্রকল্প রূপায়ন

কলেজের নাম – ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ
(বিদ্যাসাগর ইউনিভারসিটি)

বিষয় – বাংলা (SEC-2)

প্রকল্পের নাম – বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুরের ছোটগল্প

প্রতিবেদকের নাম – নন্দিনী কুন্ডু

শ্রেণী – ইউজি চতুর্থ সেমিস্টার

বিভাগ – বাংলা স্নাতক

রেজিস্ট্রেশন নং – ১১৯০১৬৬ (২০১৯-২০২০)

রোল – ১১১৪১১৯ নম্বর – ১৯০০২৭

প্রতিবেদন উপস্থাপনের বর্ষ – ২০২১

নন্দিনী কুন্ডু

প্রতিবেদকের সাক্ষর

তারিখ – ৩১.৮.২১

শিক্ষক / শিক্ষিকার সাক্ষর

তারিখ –

— বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প —

ভূমিকা — বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পকার। তাঁরই হাতে ধরে বাংলা ছোট গল্প পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁকে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকাররূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফরাসিতে গী দ্য মোপাসাঁ, রুশ ভাষায় অন্তন চেকভ, আমেরিকায় হেনরি প্রমুখ লেখকেরা ছোট গল্পকে সৃজনশীলরূপে এক অতি উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এঁদের থেকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ক্ষমতা কোন অংশেই কম নয়, বরং ভাবের গভীরতায় ও শিল্পরূপের দক্ষতায় তিনি অনাদের থেকে অনেক অংশে এগিয়ে।

ছোটগল্প হল — ঊনবিংশ শতাব্দীর বিচিত্র ফসল। এর আগে। আধুনিক অর্থে ছোটগল্প বিদ্যমান ছিল না। সংক্ষিপ্ত গল্পকাহিনীতে জীবনের ঘনসংযত প্রতিচ্ছবি আগে কখনো ফুটে ওঠেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই এই শিল্পরূপ যথার্থভাবে গড়ে ওঠে।

ইংরেজিতে 'Story' শব্দটির অর্থ ব্যাপক ও বিচিত্র, যেমন রূপকথা, প্রাচীন কাহিনী, সংবাদ, বিবৃতি, গল্প, ইত্যাদি। এই 'Story' শব্দটি ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। ছোট-গল্প শব্দবন্ধটিকে আমরা ইংরেজি 'Short Story' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করেছি।

ছোটগল্প কথাসাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা। জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী থেকে একটি বিশেষ খণ্ড মুহূর্তের কথা শিল্প নৈপুণ্যে গভীর তাৎপর্যময় করে তোলাই হল ছোটগল্পের ধর্ম। বাংলা সাহিত্যে এই ছোট গল্পের আবির্ভাব ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।

প্রকল্প মূল্যায়ন

কলেজের নাম ঃ ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ
(বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়)

বিষয় ঃ বাংলা (SEC2)

নাম ঃ নির্মল মাহাত

বিভাগ ঃ বাংলা (স্নাতক)

শ্রেণি ঃ ৪ র্থ সেম; স্নাতক

রেজিঃ নং ঃ 1190169 of 2019-2020.

রোল নং ঃ 1114119 - 190028

প্রকল্পের নাম ঃ রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ১,৪,৩,৬ সংখ্যক কবিতার উৎসের আলোকপাত।

তারিখ :- 31.08.2021

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর ঃ
Nirmal Mahata

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ:- ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ খ্রিঃ। এই কাব্যটির রচনার কবিতা গুলির রচনা হয়েছিল ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কালজয়ী 'বলাকা' কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন পিয়ারসন সাহেবকে। 'বলাকা' কাব্যের একটি কবিতাপর্ব তাঁর কাব্যনাম 'বলাকা' নামে চিহ্নিত, এই পর্বে যে কাব্যগুলি অন্তর্ভুক্ত তার একটি পর্ব হল 'বলাকা', অন্য দুটি কাব্য 'পূরবী' (১৯২৫) এবং 'মহুয়া' (১৯২৯), তিনটি কাব্য থাকা সত্ত্বেও এই কাব্যটি 'বলাকা' নামে চিহ্নিত, তারমানে কবির বিস্ময় মনোভঙ্গী ধরা পড়েছে মুখ্যত 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে। বলাকা পর্বের পূর্ববর্তী কাব্য 'গীতাঞ্জলি' কাব্য। গীতাঞ্জলির প্রকাশকাল ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ। 'গীতাঞ্জলি'-র মধ্যে রয়েছে গীতিমাল্য (১৯১৪), গীতালি (১৯১৪) এবং উৎসর্গ (১৯১৪)। বলাকা পরবর্তী পর্বটি 'পুনশ্চ' নামে পরিচিত। 'পুনশ্চ' কাব্যের মধ্যে রয়েছে পুনশ্চ (১৯৩২), শেষসপ্তক (১৯৩৫), শ্যামলী (১৯৩৬), ও পত্রপুট (১৯৩৬)। পুনশ্চ কাব্যের এই চারটি পর্ব গদ্যছন্দে লেখা। বলাকার পূর্ববর্তী কাব্য হল 'উৎসর্গ', বলাকার ঠিক পরবর্তী কাব্য হল 'পলাতকা' (১৯১৮)। বলাকা কাব্যগ্রন্থটিতে মোট কবিতা রয়েছে ৪৫ টি, কবিতাগুলি কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে বেশ কয়েকটি পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। এই ৪৫ টি কবিতার মধ্যে বেশির ভাগ কবিতা প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্রে' পত্রিকায়, এছাড়া অন্যান্য পত্রিকায় কিছু

প্রকাশিত হয় যেমন— প্রবাসী পত্রিকা, ভারতী পত্রিকা এবং মানসী পত্রিকায়। পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময় এদের একটি করে শিরোনাম নেয়। তবে এগুলি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। কাব্যটি পড়তে গেলে বা নির্বাচিত কবিতাগুলি সম্পর্কে জানতে গেলে এই কবিতা গুলি যে সময় লেখা হয়েছে সেই সময়ের কিছু কিছু ঘটনা আমাদের মনে রাখতে হবে। যেমন—

① রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী প্রকাশিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী কাব্য গ্রন্থের জন্য ইংরেজী অনুবাদ করে নোবেল প্রাপ্তি ঘটে এবং বিশ্বজনীন পরিচয় পায়।

② ১৯১২ খ্রি: মে মাসে তিনি ইউরোপে যায়। সেখানে জীবনযাপন প্রণালী, পাশ্চাত্য শক্তি তিনি ব্যাপক ভাবে বোঝার সুযোগ পান।

③ ১৯১৪ তে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। বলাকার জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায় সমান্তরাল। যুদ্ধের আগে লেখা কবিতা গুলিতেও যুদ্ধের ছায়া রয়েছে।

④ ১৯১৪ তে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মূল লক্ষ্য যৌবনের জয়গান। রবীন্দ্রনাথ সেই পত্রিকায় অমন গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ লাভ করেন।

⑤ একটি প্রসঙ্গে বারবার উঠে আসে বলাকা কাব্য গ্রন্থের সেই প্রায় পরিচিত লাইন—

"হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা
অন্য কোনোখানে।"

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ গতিবাদের কাব্য। এই গতিবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্গসঁর সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেছেন। মোট কথা বলাকার মূল সুর হলো গতি।

⑥ রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি পর্যায়ে আধ্যাত্মিকতায় যোগ দিয়েছেন। আমরা যদি রবীন্দ্র প্রতিভাকে তুলনা করা হয় যদিও পেন্ডুলামের সঙ্গে। গীতাঞ্জলীর সাধনা ছিল অসীমের সাধনা। বলাকাতে কবি নতুন একটি ছন্দ ব্যবহার করেছেন তা হল মুক্তবন্ধ বা মুক্তক ছন্দ। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে 'বলাকা' শিরোনামে একটি কবিতা রয়েছে।

১ সংখ্যক কবিতা : সবুজের অভিযান

বাংলা ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২১ বৈশাখ থেকে ১৩২৩ সালের বৈশাখ পর্যন্ত রচিত কবিতাগুলিই 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত। বলাকা কাব্যে মোট ৪৫টি কবিতা রয়েছে, তার মধ্যে এক সংখ্যক কবিতা হল 'সবুজের অভিযান'। কবিতাটি ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৃতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণের ফলে তার মনে পাশ্চাত্যের ছোঁয়া লাগে এবং বিখ্যাত দার্শনিক বার্গসঁর গতিবাদ তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হন যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় তিনিও গতিবাদতত্ত্বে বিশ্বাসী হন এবং পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা ও গতিময়তাকে দক্ষ চিত্রকারের ন্যায় চিত্রিত করেন বলাকা কাব্যগ্রন্থে। 'সবুজের অভিযান' কবিতাটিতে বিদ্রোহী যৌবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে।

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
. . . .
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।"

কবি এখানে নবীন যৌবনকে আহ্বান করেছেন, যারা নবীন, সবুজ, সুপ্তিতে কাঁচা, অবুঝ তাদেরই উপর দায়িত্ব আছে রুদ্ধ জীবনকে স্রোতের বেগে নিয়ে আসার। যৌবন শক্তিই পারে পুরোনো বাধাকে ভেঙে

সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করতে। যে সব মানুষ প্রথার জগতে মরে বেঁচে রয়েছে সেই সব আধমরা মানুষদের আঘাতে আঘাতে সচেতন করে তুলতে হবে। তাঁর বিশ্বাস একমাত্র দুরন্ত যৌবনই জীবনকে সার্থক ও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। তাই এই দুরন্ত যৌবন শক্তিকেই তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

"খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়
. . . .
আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।"

যৌবন সব বাধা-বিঘ্ন, নিষেধ, ভয়-সংশয়, আঘাত কোন কিছুকেই তুচ্ছ করে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু প্রবীনতা চায় বিপদ, বাধা-বিঘ্ন, ভয় এড়িয়ে নিরাপদে থাকতে, তাই নবীন এবং প্রবীনের পথ হয় ভিন্ন। দীর্ঘদিন খাঁচায় বন্দী থাকলে পাখি যেমন উড়তে ভুলে যায় বাইরের মুক্ত আকাশের আহ্বানে সাড়া দেয় না, খাঁচার আশ্রয়েতেই তারা নিরাপদ বলে মনে করে, তেমনি প্রথা ও রীতির বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষ নিজে নিজে অভ্যাসের ডানায় চোখ ঢেকে প্রবীনত্বের বড়াই করে সেই সব মানুষের কাছে নবীনের প্রয়োজন খুব বেশি।

"বাহির পানে তাকায় না যে কেউ
আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা।"

নবীন যৌবনশক্তিকে বাধা-বিপদ, ভয়-সংশয় কোনো কিছুই রোধ করতে পারে না। কিন্তু প্রবীনরা সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তি এড়িয়ে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করে চলেছে। বহির্বিশ্ব যে নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বহমান প্রবীনরা তার কোনো খোঁজই রাখে না। সহস্র প্রকার

কুসংস্কারে আবদ্ধ জীবনই তাদের কাছে সত্য। বন্দীত্বের জীবন যাপন করতেই তারা অভ্যস্ত।

" তোরে হেথায় করবে সবাই মানা

আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা"

যে প্রবীনরা কুসংস্কারে আবদ্ধ জীবন কাটাচ্ছিল, নবীনকে জীবন পথে এগিয়ে যেতে দেখে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য তারা মারতেও ছুটে আসবে, তাতে কিন্তু নবীনরা ভয় পাবে না কারন তারা জানে যে প্রবীনরা হয়তো কোনটা সত্য এবং কোনটা মিথ্যা সেই বোধটা তাদের মনে নবীনরা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে — এই স্থানেই তাদের জয়।

" শিকল দেবীর ওই যে পূজাবেদী

আয় প্রমুক্ত আয় রে আমার কাঁচা।"

যৌবনই হচ্ছে জীবনের গতি। মানুষ অন্ধবিশ্বাসের জন্য নুড়ি পাথরকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। কিন্তু এই পূজা নবীনরা সহ্য করে না তারা ঐ পূজামণ্ডপের দুয়ার ভেঙে সব উলট পালট করে দেয় যা প্রবীনরা সহ্য করে না। কবি ভোলানাথের ভক্ত — তাই তার ঝোলাঝুলি থেকে বাছা বাছা ভুলগুলোকে আনতে বলেছেন নবীনদের।

" চিরযুবা তুই যে চিরজীবী

আয় রে অমর আয় রে আমার কাঁচা"

কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতি ধ্বংস করার জন্য কবি নবীন যৌবনকে আমন্ত্রন করেছেন, যারা জীবন বৃক্ষের জীর্ণ পাতাগুলিকে ঝরিয়ে পৃথিবীকে সবুজের মেলায় মাতিয়ে তোলে। কবি তাই নবীন সবুজ অমর দলকে আহ্বান জানিয়ে কবিতার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ

* ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ *

নাম – অনুজিৎ ডিণ্ডার

বিভাগ – বাংলা (স্নাতক)

ক্লাস – ৪র্থ সেম,

রেজি নং – ১১৬০০২০ of ২০১৭-২০২০

রোল নং – ১১২৪১১৭ – ১৬০০০৬

বিষয় – BNGHSE [SEC-2]

প্রকল্পের নাম – বাংলা ভাষার উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা

অনুজিৎ ডিণ্ডার

....

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

তারিখ – ৩১.০৮.২০২১

ভূমিকাঃ

মানুষের বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবহ কণ্ঠজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ যে রূপের দ্বারা একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে তাকেই সাধারণভাবেই ভাষা বলা হয়ে থাকে। আর কোনো বিশেষ জনসমষ্টি যখন একইরকম ভাষার কথা বলে তখন তাকে ভাষা বিজ্ঞানীরা একটি 'ভাষা সম্প্রদায়' বলে চিহ্নিত করে থাকেন। তবে ভাষা সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা যদি খুব বেশী হয়ে যায় তখন একটি সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ভাষাও অল্প বিস্তার বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য কোনো ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোটো ছোটো অঞ্চল বিশেষ প্রচলিত ভাষা টাকেই বলা হয় Dialect বা উপভাষা।

বাংলা ভাষার উপভাষা - চর্চার ইতিহাস বহুপুরাতন এবং বিতর্কমুখর। ডক্টর গ্রিয়ারসন তাঁর Linguistic Survey of India গ্রন্থে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি Western বা পশ্চিমা, Eastern বা পূর্বী, South-eastern বা দক্ষিণ পূর্বী এবং Central বা কেন্দ্রীয়। এই চার ভাগে ভাগ করে মোট ৪০টি উপভাষার কথা বলেছেন। যদিও তাতে বিতর্কের অবসান হয়নি। পরবর্তীকালে অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিকেরা অন্যভাবে বাংলা উপভাষার বর্গীকরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত অভিমতটি দিয়েছেন ড. সুকুমার সেন। তাঁর মত অনুযায়ী বাংলা ভাষার পাঁচটি উপভাষা এবং সেগুলি হল - রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খন্ডী, কামরূপী, বঙ্গালী।

vi) মধ্যম পুরুষে অতীত এবং ভবিষ্যৎ উভয় কালেই 'উ' বিভক্তির প্রয়োগ হয়।
যথা — তুই করলু। (অতীত), তুই করবু। (ভবিষ্যৎ)

vii) উত্তম পুরুষের একবচনে 'মুই' ও বহুবচনে 'আমরা' এবং মধ্যম পুরুষের একবচনে 'তুই' ও বহুবচনে 'তোমরা' সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।

কামরূপী উপভাষার নিদর্শন : "হামাক কুন দিন দ্যাখ নাই? বাপোর বাড়ি ছিনু। আজ ঘরত যামু। তুমার আসুখ করলে কোনদিন আখবু।"

উপসংহার :

'উপভাষা' হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ আঞ্চলিক রূপ, যার সঙ্গে আদর্শ বা মান্য ভাষার ধ্বনিগত রূপগত - বাক্যগত পার্থক্য থাকে। তবে মূল ভাষা ও তার উপভাষার মধ্যে পার্থক্য এমন সুনিশ্চিত হবে যাতে আঞ্চলিক ভাষারূপে স্বাতন্ত্র্যটি বজায় থাকবে, অথচ, ঐ পার্থক্য কখনোই এমন বেশি হবে না যাতে আঞ্চলিক ভাষারূপটি একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা হয়ে ওঠে বা পারস্পরিক বোধগম্যতা হারিয়ে ফেলে। ভাষা এবং উপভাষা এর মধ্যে পার্থক্যটি তাই শ্রেণিগত নয়, মাত্রাগত; চূড়ান্ত নয় আপেক্ষিক।

তথ্যসংগ্রহ:
'Languages and Literatures of Modern India' (1963)
— Suniti Kumar Chatterji.

The origin and development of the Bengali Language (1926)
— Suniti Kumar Chatterji

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যপ্রতিভা

বাংলা স্নাতক (চতুর্থ সেমিস্টার)

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়)

নাম: গৌর মাহাত
রোল : ১১১৪১১৯/1114119
নং : ১৯০০১৭/190017
রেজি. নং: ১১৯০০৮৭/1190087
বর্ষ : ২০১৯-২০২০/2019-2020

ভূমিকা :-

নাটক হল আধুনিক ও গতিশীল শিল্পপ্রকরণ। কারণ নাটকে থাকে জীবনের অনুলিপি, দর্পণের মতো তথ্য এবং সত্যের উপস্থাপনা। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাট্যসাহিত্যকে কাব্য সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মতে কাব্য দু প্রকার — দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য। নাটক দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে। Drama-র প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে — "Drama is a form of art in which the artist imagines a story concerning persons and incidents without himself describing narrating or explaining what is happening."

নাটক সংলাপহীন হতে পারে — সেক্ষেত্রে তা অবশ্যই হবে ইঙ্গিত ধর্মী। জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী অন্যতম গতিশীল সাহিত্যের শাখা হল নাটক। নাট্যকারের জীবনাভিজ্ঞতা ও আত্মিক সহানুভূতি সমাজ মানসের তাৎপর্যকে নতুনরূপ দিতে পারে নাটকের মধ্য দিয়ে। সমকালীন সামাজিক সমস্যা — যে সমস্যায় পীড়িত হচ্ছে নাট্যকার ও দর্শক, যত বিধ্বস্ত হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধের পীড়নে, অস্তিত্বের সংকটে তিলে তিলে অবক্ষয়ের পথে মানুষ অবক্ষয়িত হচ্ছে — তার বিশিষ্ট রূপ প্রকাশিত হয় নাটকের আঙ্গিকে। যুগজীবনের দ্বন্দ্বে, রুচি-বিকৃতি, ভাব-ভাবনা, শীল সদাচার, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি নাট্যকারের লেখনীতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এমনই একজন বিশিষ্ট নাট্যকার হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি হলেও নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। তাঁর নাটকে সাধারণ মানুষ ভীড় করে আছে। বিশেষ করে রূপক-সাংকেতিক নাটকে তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। নাটক নিয়ে তিনি নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এমনই বিশিষ্ট নাট্যকারের নাট্যপ্রতিভা বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসেবে আমাদের বর্তমান স্নাতক স্তরের শিক্ষা জীবনের পথকে আরও সুগম করতে সাহায্য করে।

JHARGRAM RAJ COLLEGE

Name:- Prasanta Duley

Semester:- IV

Subject:- Bengali Hons [SEC-2]

Project Name:- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প।

Registration no:- 1190192

Session:- 2020-2021

Roll No:- 1114119-190031

Date:- 30.08.2021

Prasanta Duley

Student's Signature

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প

দেনাপাওনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনবদ্য ছোটগল্প দেনাপাওনা গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। পণপ্রথা আমাদের একটি অভিশপ্ত বিষয়, বিবাহ, ঘটিত বর ও কন্যার পরিবারের মিলন শুধু একটি অর্থ নয় এই পরিবারের প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক। সেই সময়ে বরপক্ষের টাকা দাবি করে সমাজের মুখে। দেনাপাওনার প্রথা নিয়ে পাওনা বড় অত্যাচার দেনাপাওনাতে। নিরুপমার বাপের নিজের বরপক্ষকে খুঁজে খুঁজে মেয়ে হয় অপমান করে। এই সময় যেন দেনাপাওনাকে নীচ মেনে নিয়ে নিরুপমার সমস্যার বড় হয়ে ওঠে। একটি অসম্মানের অবসান ঘটাতে সে নিজেই মৃত্যু বরণ করে।

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপ-মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুর দেবতার নামই প্রচলিত ছিল — গণেশ, কার্তিক, পার্বতী তাহার উদাহরণ।

এখন নিরুপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতো হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয় আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদি ঘর বটে। বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতে রাজি হইয়া গেলেন। এমন পাত্র কোনোমতেই হাতছাড়া করা যায় না।

কিছুতেই টাকা সংগৃহীত হইল না। বর সাজিয়া তাহার বিবাহের আসরে হাজির হইয়া ছিল। সে বাবাকে বলিল, "দেখুন, দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।"

রামসুন্দর অনেক চেষ্টাতে মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু দেখায়নি

বাড়িতে ঔষধ-কোনো প্রকার প্রাপ্তি ঘটে নাই। ডাক্তারমুখুদের সামনে আয়োজন কিছু থাকার কথা। অন্তঃ ঘরের বাইরে একটা বড়ো হাত দিয়ে [illegible] তবে কোনোদিন বা কোথাও দেখিতে পারে, কোনোদিন বা দেখিতে পারে না। এমনকি বর্ষের [illegible] পরেও ও হয় না। যদি কোনোদিন [illegible] ইত্যাদির চেষ্টা করে; [illegible] বলে, "আমি [illegible] হয়েছে।" [illegible] যদি [illegible] যে দেখে [illegible] পারিতে; [illegible] এখানে কোনো আবিষ্কার নাই; [illegible] হইয়া উঠিল। [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] বলিলেন, "আমি এখানে [illegible] এখানে থাকিবো।" [illegible] আসে।

ভালোবাসা কী? ভালোবাসা একটি আবেগ [illegible] কোনো [illegible] কী জানি না। ভালোবাসা [illegible] কি জানি না কি [illegible] ভালোবাসা [illegible] উপন্যাস [illegible] [illegible]।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক
প্রকল্প রচনা ও তার উপস্থাপনা

প্রকল্পের নাম- অন্যধারার গোয়েন্দা-কিকিরা

কলেজের নাম- ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ
(বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত)

নাম - সোনালী মাহাত

বিভাগ - বাংলা

ক্লাস- চতুর্থ সেমিস্টার (স্নাতক)

রেজিস্ট্রেশন নং - 1190294 বছর - 2019 - 2020

রোল নং - 1114119 - 190052

বিষয় - BNGHSE

পেপার - SEC 2T

সোনালী মাহাত

প্রতিবেদকের স্বাক্ষর

৩১.০৮.২১

তারিখ

শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর

তারিখ

ভূমিকা

গোয়েন্দামূলক কল্পকাহিনী-সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা। আমাদের দেশে গোয়েন্দা সৃষ্টিকর্তা কে তা বলা কঠিন। প্রাচীন বৈদিক যুগ - ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সূত্রে প্রথম গোয়েন্দার সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে-এর আবির্ভাব উনবিংশ শতকে। এরপর একের পর এক গোয়েন্দা কাহিনী বাংলা সাহিত্যকে আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

বিমল কর তাঁর লেখাগুলিতে সবসময় নতুন নতুন রীতি কথা ভেবেছেন। প্রচলিত মিথকে ভেঙে দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রেই তিনি প্রচলিত গোয়েন্দাকাহিনীর চরিত্র, অনুসন্ধান পদ্ধতি সবকিছু পাল্টে একেবারে সহজ, সরল ভাষায় 'কিকিরা' নামক গোয়েন্দা সিরিজ আমাদের উপহার দিয়েছেন।

তাই বিমল কর-এর গোয়েন্দা কাহিনীর আমি এক অনুরাগী পাঠক। তার এই গল্প পড়ে মনে হয় নায়ক 'কিকিরা' যেন সহজ, সরল ও সাধারণ একজন মানুষ। তিনি একঘাঁচের গোয়েন্দাকাহিনী থেকে বেরিয়ে ভিন্নধাঁচের গোয়েন্দাকাহিনী গড়ে তুলেছেন আর এটাই আমাকে বেশি আকর্ষিত করেছে।

প্রকল্প রূপায়ন (Project work)

কলেজের নাম - ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত)

বিষয় - বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা ও প্রকল্প পত্র উপস্থাপনা

প্রকল্পের নাম - শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক' এর পর্যালোচনা

প্রতিবেদকের নাম - সুদীপ সাহু

পরীক্ষার নাম - B.A Honours চতুর্থ সেমিস্টার

পরীক্ষার বছর - 2021

পত্র - SEC-02

রেজিস্ট্রেশন নং - 1190270 of 2019-2020

রোল নং - 1114119 - 190049

সুদীপ সাহু

প্রতিবেদকের স্বাক্ষর

তারিখ 31.8.2021

শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর

তারিখ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক
(স্কুল জীবনের শ্রেষ্ঠ আশ্চর্য গল্প)

লেখক পরিচিতি:

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (২৫ মার্চ ১৯৩৩ - ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০১) একজন ভারতীয় বাঙালি লেখক ও সম্পাদক ছিলেন। ছদ্মনাম - বৈকুণ্ঠ পাঠক। সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম অবিভক্ত ভারতের খুলনাতে (অধুনা বাংলাদেশ)। তার পিতার নাম মতিলাল ও মাতা কিরণবালা। খুলনা জিলা স্কুলে তার প্রাথমিক শিক্ষা। দেশভাগের পর ১৯৪৭ সালে তার পরিবার কলকাতায় চলে আসে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থায় রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং বেলুড়ে ইস্পাত কারখানার কাজে যোগ দেন। শেষপর্যন্ত ১৯৫৮ সালে স্নাতক পাশ করে চেতলায় শিক্ষকতার চাকরিও করেন কিছুকাল। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম জীবনে আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন, ১৯৬১ সালে আনন্দবাজারে যোগ দেওয়ার পর তার ছোটগল্প হাজরা নস্করের যাত্রাসঙ্গী, বীলকেউটে ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। তার প্রথম উপন্যাস বৃহন্নলা, কিন্তু দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে কুবেরের বিষয় আশয় প্রকাশিত হওয়ার পরেই শ্যামলের লেখনী বাংলা পাঠকমহলে সমাদৃত হয়।

ব্যক্তি জীবনে বোহেমিয়ান, সুরসিক ও আড্ডাবাজ ছিলেন তিনি। আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্যতম কর্তা সন্তোষকুমার ঘোষের সাথে তার মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি যুগান্তরে যোগ দেন। যুগান্তরের সাহিত্য পত্রিকা অমৃত সম্পাদনা করতেন। দেশভাগের ওপর রচিত তার উপন্যাস আলো নেই। তার শেষ উপন্যাস হল গঙ্গা একটি নদীর নাম। ১৯৯০ সালে অবসরের পরে আজকাল পত্রিকা ও সাপ্তাহিক বর্তমানে নিয়মিত লিখতেন তিনি। গ্রামীন জীবন, চাষবাস, সম্পর্কের জটিলতা ইত্যাদি শ্যামলের রচনার বৈশিষ্ট্য। ছোটদের জন্যে সাঁই কালাচাঁদের গল্প, দেখো তা মামার ভাইপো, ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক ইত্যাদি বই লিখেছেন। ১৯৯৩ সালে শ্যামল সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন, তার বিখ্যাত উপন্যাস শাহজাদা দারা-শিকোহ বইটির জন্যে। তার সম্পাদিত গ্রন্থ বাংলা নামে দেশ। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা দেশ বিদেশের নানা ভাষাতে অনুদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচ্য শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক' রচনাটিতে কিশোরদের জীবন কাহিনী ফুটে উঠেছে। এখানে তাদের প্রতিনিয়ত মানসিকতা ফুটে উঠেছে, যেহেতু এই রচনায় কিশোরদের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাই কিশোর সাহিত্য সম্পর্কে কিছু কথা নিম্নে

প্রকল্প রূপায়ন (Project Work)

কলেজের নাম - ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিষয় - বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক
প্রকল্প রচনা ও প্রকল্পের
উপস্থাপনা

প্রকল্পের নাম - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রোমান্টিক
উপন্যাস

প্রতিবেদকের নাম - অনিন্দিতা দে

শ্রেণী - চতুর্থ সেমিস্টার (U.G) SEC-02

রেজিস্ট্রেশন নং - 1190018 of 2019-2020

রোল - 1114119 নং - 190005

উপস্থাপনের বর্ষ - 2021

Anindita Dey

প্রতিবেদনের স্বাক্ষর

তারিখ - 30.04.2021

শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর

তারিখ - ---------

ভূমিকা:-

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা', ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। তাঁর বাকি উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় —

i. ইতিহাস ও রোমান্স আশ্রয়ী:- 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)

ii. দ্বন্দ্বমূলক:- 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯)

iii. বৃহত্তর সমস্যামূলক:- 'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬), 'চার-অধ্যায়' (১৯৩৪)

iv. মিস্টিক ও রোমান্টিক:- 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) 'দুইবোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪)

আমি আমার প্রকল্প নির্মানের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রোমান্টিক উপন্যাসগুলি নির্বাচন করেছি।

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

নাম - পূর্নিমা প্রতিহার
বিভাগ - বাংলা (স্নাতক)
ক্লাস - ৪র্থ সেম: স্নাতক
রেজি: নং - 1190208 of 2019-2020
রোল নং - 111411 9 - 190034
বিষয় - BNGHSE (SEC-2)

প্রকল্পের নাম- রাজশেখর বসুর ছোট-গল্পে হাস্যরস

পূর্নিমা প্রতিহার
- - - - - - - - -
শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর
তারিখ — 31.04.21

ভূমিকা :

মানুষ যে সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়, তার মধ্যে হাসি অন্যতম, আলঙ্কারিকেরা মানবচিত্তে যে নয়টি স্থায়ীভাবের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে হাস্যভাব একটি, এই হাস্যভাব থেকেই হাসির জন্ম, মানব সভ্যতার বিকাশের আদি স্তর থেকেই মানুষ হাসতে শিখেছে, সভ্যতার বিবর্তনে যেদিন থেকে সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়েছে সেদিন থেকে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও হাসি সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বড়াই', 'চন্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ুদত্ত' অথবা মুরারী শীল হাস্যরসিক চরিত্র হিসেবে পাঠকের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে, একথা ঠিক যে আধুনিক যুগের আগে পর্যন্ত হাস্যরস সাহিত্যে আসরে তেমন দানা বাঁধতে পারেনি, কিন্তু আধুনিকযুগ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আসরে হাস্যরস একটি বড় জায়গা করে নিয়েছে, তবে এই হাস্যরস আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মত নয়, আধুনিক লেখকরা হাস্যরসের ধারণায় একটি বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন।

হাস্যরসের প্রকারভেদ :

পাশ্চাত্য সাহিত্যিক ও দার্শনিকেরা হাস্যরসের বিভিন্ন শ্রেণীর কথা বলেছেন, এগুলি হল —

'কৌতুকরসের হাসিকে' মানুষের স্বাভাবিক হাসি বলা যেতে পারে, এই হাসিই মানুষের মধ্যে প্রথম উৎপত্তি লাভ করেছে, মানুষের সভ্যতা যত বিবর্তন লাভ করেছে ততই মানুষের হাসির সঙ্গে চিন্তাশীলতা যুক্ত হয়েছে,

'হিউমার' হল এমন এক প্রকার হাস্যরস যে হাস্যরসে মানুষের মুখের হাসি ও চোখের জল পরিস্ফুটিত হয়েছে।

প্রকল্প রূপায়ণ (Project Work)

কলেজের নাম : ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিষয় : বাংলা

প্রকল্পের নাম : ছোটোগল্প পাঠ — তারিণী মাঝি — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদকের নাম : তনুশ্রী মাহাত

শ্রেণি : UG চতুর্থ সেমিস্টার

বিভাগ : বাংলা স্নাতক

রেজিস্ট্রেশন নং : ১১৯০৩৬০

রোল : ১১১৪১১৯

নম্বর : ১৯০০৬০

প্রতিবেদক উপস্থাপনের বর্ষ : ২০২১

তনুশ্রী মাহাত

প্রতিবেদকের স্বাক্ষর

তারিখ ৩১.০৮.২০২১

শিক্ষক/ শিক্ষিকার স্বাক্ষর

তারিখ

ভূমিকা :

'তারিণী মাঝি' তারাশঙ্করের শিল্প প্রতিভার এক অনন্য নিদর্শন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের 'শারদীয়া আনন্দবাজার' পত্রিকায় গল্পটির প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারাশঙ্করের অন্যান্য গল্পের মতো আলোচ্য গল্পেও আঞ্চলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারিণী ও সুখী। এই দুই চরিত্রকে আশ্রয় করে মানব মনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। একই সাথে গল্পকারের বর্ণনা নৈপুণ্যে ময়ূরাক্ষী নদীটিও জীবন্তরূপ লাভ করেছে, ময়ূরাক্ষী শুধু তারিণীর জীবন জীবিকার সংস্থানই করেনি, তার জীবন ছন্দকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। গল্পটিতে কেবল তারিণীর জীবন জীবিকার আলেখ্য স্থান পায়নি, পেয়েছে প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষের জীবনের অমোঘ ও অনিবার্য পরিণামের প্রতিচ্ছবি। অমোঘ নিয়তির কাছে মানুষ যে কত অসহায় তারিণী মাঝির জীবনের করুণ পরিণতি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তারিণী ময়ূরাক্ষী নদীর গঙ্গাটিয়া ঘাটের খেয়া পারাপারের মাঝি, মাঝি হিসেবে তার দক্ষতার তুলনা নেই, বর্ষাকালের ভরা নদীর খরস্রোতে ঝাঁপ দিয়ে অনায়াসে মানুষ এবং পশুকে সে উদ্ধার করে আনে, এইসব ঘটনা তারিণীর দুঃসাহসিকতার পরিচয় রাখে, শুধু তাই নয়, ঘোষ মহাশয়ের পুত্রবধূকে সে যেভাবে ময়ূরাক্ষী নদী থেকে উদ্ধার করেছে, তাও চরিত্রটির মহত্ত্বকে তুলে ধরে। একান্ত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা গল্পে ভিন্ন মাত্রা বয়ে এনেছে,

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

প্রাচীন বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

নাম- দেবনাথ ধাউরিয়া
সেমিস্টার- চতুর্থ
বিভাগ- বাংলা
বিষয়- বাংলা **SEC 2**
রেজিস্ট্রেশন নম্বর
-১১৯০০৭২ ২০১৯-২০20
রোল নম্বর - ১১১৪১১৯-১৯০০১৫

প্রকল্প উপস্হাপনের বর্ষ-২০২১-২০২২

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা :⇒ ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় দশম শতাব্দীতে, সেইসময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষা নানান ভাবে বিবর্তিত হয়ে এসেছে, এই হাজার বছরের ইতিহাসকে পণ্ডিতেরা তিনটি যুগে বা স্তরে বিভক্ত করেছেন, যথা →

(ক) আদিস্তর বা প্রাচীন বাংলা,

(খ) মধ্যস্তর বা মধ্যবাংলা,

(গ) আধুনিক স্তর বা আধুনিক বাংলা,

প্রাচীন বাংলা ভাষার কালসীমা হলো আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, আবার কেউ কেউ ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কেও এই প্রাচীন বাংলার সর্বশেষ সীমা বলে মনে করেন, বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ সহজ সাধকদের লেখা 'চর্যাগীতি পদাবলী' বা 'চর্যাপদ' থেকে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবার থেকে এটি আবিষ্কার করেন,

☑ আধুনিক বাংলা ভাষার কালসীমা হলো ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত, তবে কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের

মৃত্যু সাল ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই এর সূচনা বলে দাবি করেন। কিন্তু সম্প্রতি স্থির হয়েছে "অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে আজ পর্যন্ত" আধুনিক বাংলার সূচনা ও বিস্তৃতি কাল। আধুনিক বাংলা ভাষার নিদর্শন হল মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য - গীতিকাব্য। বাংলায় গদ্যরীতি ছিলই না আধুনিক বাংলায় তা তৈরি হয়েছে।

— o —

প্রকল্প রূপায়ন বা PROJECT WORK

কলেজের নাম – ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিষয় – বাংলা

প্রকল্পের নাম – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প

প্রতিবেদকের নাম – রিয়া দাস

শ্রেনি – UG চতুর্থ সেমিস্টার

বিভাগ – বাংলা স্নাতক

রেজিস্ট্রেশন নং – 1190228, 2019-2020

রোল — 1114119

নম্বর — 190038

প্রতিবেদক উপস্থাপনের বর্ষ – 2021

ভূমিকা

সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় রবীন্দ্রনাথের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হলে একথাও গুরুত্বপূর্ণ যে, রবীন্দ্রনাথের অন্যতম পরিচয় ছোটগল্পকার হিসেবেও। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর শ্রেষ্ঠ গল্প'- এই বইতে যতগুলি অসাধারণ ছোটগল্প সংকলিত হয়েছে। সেগুলি হল –

- দেনা পাওনা
- পোস্টমাস্টার
- সুভা
- একরাত্রি
- তিনসঙ্গী
- ভিখারিনী
- শেষের কবিতা
- ডাকঘর
- করুণা
- চোখের বালি
- কাবুলিওয়ালা
- কালি ও কলম

তবে এ রবীন্দ্রনাথের একাধিক ছোটগল্পের মধ্যে কয়েক-টি নির্বাচিত ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করা হল, সেগুলি হল – 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'সুভা', 'একরাত্রি'।

- প্রকল্পের শিরোনাম :- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাস অবলম্বনে আঞ্চলিকতা।
- কলেজের নাম :- Jhargram Raj college
- পরীক্ষার নাম :- B.A ~~Sem~~ Honours Examination
- বছর :- 2021
- বিষয় :- বাংলা SEC 2 প্রোজেক্ট।
- সেমেস্টার :- 4
- পেপার :- SEC2T
- নিজের নাম :- রিঙ্কু মণ্ডল
- রেজিস্ট্রেশান নম্বর :- 1190223
- বছর :- 2019-2020
- রোল :- 1114119
- নম্বর :- 190037

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় (অনুমোদিত)

: ঝাড়গ্রাম রাজকলেজ :

ঝাড়গ্রাম

স্নাতক স্তরের চতুর্থ পাঠ পর্যায়ের গ্রন্থ সমালোচনা

বিষয় :- গ্রন্থ সমালোচনা : তুমি সন্ধ্যার মেঘ

নাম :- শিবানী সরেন

ক্রমিক সংখ্যা :- ১১১৪১১৯-১৯০০৪৬

নিবন্ধিকরণ সংখ্যা :- ১১৯০২৬১ বছর :- ২০১৯-2020

বিভাগ :- বাংলা, শিক্ষাবর্ষ :- ২০২১

তত্ত্বাবধায়কের নাম :—

ড. সোমা রায় (বাংলা বিভাগ)

প্রাক কথন

সাধারণভাবে যারা রোমান্টিক কাহিনি লিখতে চান, তাঁদের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় গল্প সৃষ্টি করার এক বিরাট সুবিধে আছে, কেন-না, ইতিহাসের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে আমাদের সকলের মনে একটা মোহ আছে, কথা-তেই বলে দূরত্ব দৃশ্যকে মোহময় করে, তা সে দূরত্ব স্থানেরই হোক বা কালের হোক, তবে কালের মাত্রায় যতবেশি পিছিয়ে যা-ওয়া যাবে এই সুগন্ধকারিতাও ততো বেড়ে যাবে, অবশ্যই একটা সীমা পর্যন্ত, বাংলা সাহিত্যের এমনই একজন প্রবাদপ্রতিম শিল্পী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি কালে-র গভীরে প্রবেশ করে সুদূর অতীতে হারিয়ে যাওয়া বাংলার দীপ্তিময় ইতিহাসকে নানা ছাঁচে তাঁর সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরে-ছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' — ঐতিহাসিক উপন্যাসটি আমি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছি। যথা ———

ক. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

খ. রোমান্স প্রেক্ষাপট।

প্রকল্প রূপায়ন (Project Work)

কলেজের নাম – ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিষয় – বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশ রচনা ও প্রকল্প পত্র উপস্থাপনা

প্রকল্পের নাম – মহাশ্বেতা দেবীর 'ছোটগল্প'

প্রতিবেদকের নাম – অবাস হেম্ব্রম

পরীক্ষার নাম – B.A Honours চতুর্থ সেমিস্টার

পরীক্ষার বছর – ২021

রেজিস্ট্রেশন নং – 1190366 of 2019–2020

রোল নং – 1114119-190063

অবাস হেম্ব্রম

প্রতিবেদকের স্বাক্ষর

তারিখ 31/08/২021

শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর

তারিখ __/__/__

বিষয় সংক্ষেপ

মহাশ্বেতা দেবী একই সঙ্গে লেখক ও মনন দীপ্ত গবেষক। বহু বিস্তৃত তাঁর কর্মক্ষেত্র। আদিবাসীদের মধ্যে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য তিনি কাজ করেছেন। আবার এই অবহেলিত মানুষ গুলি পিছিয়ে থাকা জনগন, অবহেলিত, উপেক্ষিত, অত্যাচারিত মানুষ গুলি তাঁর লেখার বিষয়। বস্তুত জিনিসটি তাঁর রিকথ - পৈতৃক ধন। তাঁর পিতা মনীশ ঘটক (ছদ্মনাম যুবনাশ্ব) চোর, ডিহিরি পকেটমার, বাপজীবা - সমাজ বিন্যাসের এই নিম্নস্তরের মানুষগুলিকে নিয়ে লিখেছিলেন 'পটলডাঙার পাঁচালী' তাঁর মা ধরিত্রী দেবী নিয়মিত সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সমাজসেবাও করেছেন। বলা যায় যারা সভ্যতার 'পিলসুজ মাথায় নিয়ে' সবরা দাঁড়িয়ে আছে তাদের জীবনকে লেখার বিষয় করার করবার বা তাদের জন্য কাজ করবার প্রেরনা ছিল স্বভাবের অন্তর্গত।

বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে কেটেছিল তাঁর শৈশব। যে পরিবারে কেউ-ই ছিলনা অবাঞ্ছিত। ভৃত্য-পরিচারিকারও যেখানে হয়ে গিয়েছিল পরিবারের সদস্য। তাই তাঁর মনের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা ছিল না। মহাশ্বেতা দেবীর লেখক জীবনকে দুটি অধ্যায় বিভক্ত করা যায়। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটি অধ্যায়। সত্তর দশকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আর একটি অধ্যায়।

ভূমিকা :- কোন একটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গল্প বা উপন্যাস গড়ে উঠলেই তাকে রিজিওনাল বা আঞ্চলিক সাহিত্যের আখ্যা দেওয়া যায় না। ঔপন্যাসিকের আগ্রহ প্রধানত মানুষ ও মানুষের জীবন। আর এই মানুষকে ঔপন্যাসিক দেশ কালের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেন। তাই কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার উপাদান থাকে বেশি। আঞ্চলিক উপন্যাসের জন্ম তখনই হয় যখন কোন বিশেষ অঞ্চলের পটভূমিতে সেখানকার মানুষের জীবন চিত্রিত হয় বা একটা বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি সেখানকার মানুষের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে এই বিশেষ অঞ্চলই গুরুত্বপূর্ণ।

আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা :-

আব্রাহাম এই শ্রেণীর উপন্যাসের পরিচয় দিতে গিয়ে এর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন —
"The regional novel emphasizes the setting, speech and customs of a particular locality, not merely as local colour, but as important conditions affecting the temperament of characters and their way of thinking, feeling and acting."
অর্থাৎ কোন বিশেষ অঞ্চলের যা বৈশিষ্ট্য তা যদি চরিত্রগুলি আত্মসাৎ করে এবং তারাই যদি উপন্যাসে বিচরণ করে অঞ্চলটির প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে অঞ্চলটিই বিষয়গত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে অবশ্য আরো একটু সতর্ক হয় যে, শুধুমাত্র নিখুঁত অঞ্চল বর্ণনাই সব নয়, দেখতে হবে অঞ্চলের মাটি নিংড়ে জীবন কাহিনী আঞ্চলিক সত্তার প্রতীক হয়েও চিরন্তন মানবিকতার স্পর্শে দীপ্ত হয়ে উঠেছে কিনা। অর্থাৎ আঞ্চলিক উপন্যাসের কতগুলি শর্ত তৈরী করা যেতে পারে এইভাবে —

- আঞ্চলিক উপন্যাসে সমস্যার মন্ত্রণাদের আশ্রয় নেওয়া হবে।
- বিশেষ অঞ্চলের সামগ্রিক ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা থাকবে।
- আঞ্চলিক প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যতা চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হবে।
- বিশেষ আঞ্চলিক সামাজিক প্রথা সংস্কার, ক্রিয়া-কর্মের পরিচয় থাকবে।
- অঞ্চল শুধু পটভূমি নয়, সজীব সত্তার মতো উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে।
- আঞ্চলিক পটে বিধৃত জীবন কাহিনী চিরন্তন মানবিকতার স্পর্শে দীপ্ত হয়ে উঠবে।
- প্রয়োজনে, আঞ্চলিক উপন্যাসে ব্যক্তি অপেক্ষা গোটা জীবনের প্রাধান্য দেখানো হবে, প্রকৃতি হবে প্রায় নিয়তির মতো।
- আঞ্চলিক ভাষাকে যথাসম্ভব অনুকরণের চেষ্টা করা হবে।

আঞ্চলিক উপন্যাস স্বীকৃতি পেয়েছে মূলত টমাস হার্ডির 'ওয়েসেক্স নভেলস' প্রকাশিত হওয়ার পর। বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের পথিকৃৎ মনে করা হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' নানা দিক থেকে আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত। সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের সর্বপ্রধান শর্ত হল —

(প্রকল্প রূপায়ন (Project Work)

কলেজের নাম — ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিষয় — বাংলা জেনারেল কোর্স-২ (SEC-2)

প্রকল্পের নাম — বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রতিবেদকের নাম — আলপনা গিরি

শ্রেণি — ইংরাজি চতুর্থ সেমিস্টার

বিভাগ — বাংলা স্নাতক

রেজিস্ট্রেশন নং — ১১৯০০১০ বছর ২০১৯ - ২০২০

রোল — ১১১৪১১৯

নম্বর — ১৯০০০৩

প্রতিবেদন উপস্থাপনের বর্ষ — ২০২১

আলপনা গিরি

প্রতিবেদকের স্বাক্ষর

তারিখ — 30/04/2021

নিরীক্ষক / নিরীক্ষিকার স্বাক্ষর

তারিখ —

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ভূমিকা : ছোটগল্পের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস (ইংরেজি : History of Short Story) শুরু হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় - চতুর্থ দশকে। গল্প বলা এবং শোনার প্রবণতা মানুষের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান থাকলেও একটি নির্দিষ্ট শিল্পরূপ হিসেবে ছোটগল্পের সৃষ্টি ঊনবিংশ শতাব্দীতে। অর্থাৎ ছোটগল্প সাহিত্যের কনিষ্ঠতম আঙ্গিক। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, এমনকি প্রবন্ধেরও পরে ছোট গল্পের সৃষ্টি। ইংরেজি story শব্দটির অর্থ ব্যাপক ও বিচিত্র; যেমন- রূপকথা, প্রাচীনকাহিনী, সংবাদ, বিবৃতি, গল্প কিংবা উপন্যাস ও নাটকের কাহিনী ইত্যাদি। এই story শব্দটি ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। ছোটগল্প শব্দবন্ধটিকে আমরা ইংরেজি Short Story শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করেছি। ছোটগল্প কথাসাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা। জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী থেকে একটি বিশেষ ঘটনা মুহূর্তের কথা শিল্প-নৈপুণ্যে গভীর তাৎপর্যময় করে তোলাই হল ছোটগল্পের ধর্ম। বাংলা সাহিত্যে এর আবির্ভাব উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

প্রকল্পের শিরোনাম — নির্বাচিত রবীন্দ্র উপন্যাসে স্বতন্ত্র নারী চরিত্র

নাম — কেয়া প্রতিহার,

বিভাগ — বাংলা (স্নাতক),

ক্লাস — ৪র্থ সেমি, স্নাতক

রেজি: নং — 1190116 (2019-2020)

রোল নং — 1114119 - 190021

বিষয় — SEC-2

কলেজের নাম — ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

প্রকল্প তত্ত্বাবধায়ক — বৈশাখী কুন্ডু

Vidyasagar University

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক প্রবাদ প্রতীম ব্যক্তিত্ব। ইনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য স্রষ্টা, যিনি সাহিত্যের সব কটি শাখায় সফল ভাবে পদচারণা করেছেন। কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, সঙ্গীত, উপন্যাস, গল্প, সাহিত্য সমালোচনা, দর্শন - বিজ্ঞান ভাষা এসব কিছুতেই তাঁর অসামান্য বিচরণ লক্ষ্যনীয়। শুধু সাহিত্য নয়, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয়তা বোধ সম্পর্কেও তাঁর চিন্তা স্বতন্ত্র। তাই রবীন্দ্র সাহিত্য আশ্চর্য রূপ বৈচিত্র্যের একটি প্রদ-র্শনী ক্ষেত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত কবি, কবি হিসেবেই তাঁর বিশেষ খ্যাতি। তবুও কাব্যের পাশাপাশি আর একটি ধারাতেও রবীন্দ্র প্রতিভা অপূর্ব ও অভূতপূর্ব, তা হল উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস গুলি যেন আধুনিক জীবনের জীবনচিত্র। মূলত আমরা আকৃষ্ট হয়েছি রবীন্দ্রনাথের হাতে নির্মিত নারী চরিত্রের দিকে। তিনিই প্রথম বাংলা উপন্যাসে নারীর বহুবঞ্চিত, বেদনাহত চরিত্রকে আত্মসম্মান ও আধুনিকতার আলোকে মহীয়ান করে তোলেন। তাঁর উপন্যাসের নারীরা উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে বিশ শতকের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। বিনোদিনী, দামিনী, ললিতা, সুচরিতা, আনন্দময়ী এদের মনের কথা যেন আধুনিক যুগের আধুনিকাদের মনের কথা। এই সকল নারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্রমবিকাশ উপন্যাস গুলিতে সুস্পষ্ট। উপন্যাসের নারীরা ক্রমশই আধুনিকতার সাথে সাথে বিবর্তিত।

Vidyasagar University

প্রকল্প রূপায়ন (Project work)

কলেজের নাম ঃ⇒ ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিষয় ঃ⇒ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা ও প্রকল্প পত্র উপস্থাপনা।

প্রতিবেদকের নাম : সুজেল শীট

শ্রেণী ঃ⇒ চতুর্থ সেমিস্টার (U.G) SEC-2

রেজিস্ট্রেশান নং :⇒ 1190322 of 2019-2020

রোল ঃ- 1114119 নং 190057

উপস্থাপনের বর্ষ ঃ⇒ 2021

Suyal Shil

প্রতিবেদনের স্বাক্ষর

তারিখ ঃ⇒ 31.08.2021

শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর

তারিখ : . . . .

ভূমিকা

বহু বিচিত্র রং-এ সংশ্লেষে দীপ্ত আমাদের জীবন, সাহিত্যের পৃষ্ঠায় কিংবা শিল্পের আশ্রয়ে সে জীবনই উদ্ভাসিত হয়, তবুও বাস্তবতর ও গভীরতর জীবনে অনেকখানি বাকি থেকে যায়, এত মানুষ এত জাতি গোষ্ঠী এত রকমের ধর্ম সংস্কৃতি এত ব্যক্তি মানুষেরই ব্যক্তিত্ব সব মিলিয়ে জীবন বহুরূপী এবং বহুমাত্রিক।

শুধু বর্তমানই নয় জাতির সম্পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় অতীতে, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনায়, জীবিত আমাদের জীবনের মাঝে থেকেও যে জীবন থাকে অধরা ও তাকে পেতে গেলে ডুব দিতে হয় লোক-সমাজের অতল সাগরে আর সেখান থেকে যা উঠে আসে ও তা আমাদের অতি আদরের সামগ্রী, জীবনের সেই অক্ষয় ভাণ্ডার, লোকশিল্প যেন সম্পদ আমাদের মুক্ত করে আবার বন্দিও করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়,

“পুঁথির জগতের সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য অন্তরে পিপাসা আছে, তা হতে শুধু জানা নয় জেনে বিস্ময় হয় যে কোন একখানে নাড়ায় তা হইতে পারে না।”

JHARGRAM RAJ COLLEGE

Name : Buddhadev Aguan

Roll : 1114119 No: 190012

Reg. No: 1190057 of 2019-2020

Sub : Bengali (SEC-2)

SEM : 4th, Bengali (HONS.)

Vidyasagar University

ভূমিকা:- মানুষের বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থযুক্ত বোধ্য ধ্বনি সমষ্টির বিধিবদ্ধ যে রূপের দ্বারা একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে তাকে সাধারণ ভাবেই ভাষা বলা হয়ে থাকে। আর বিশেষ জন সমষ্টি যখন একই রকম ভাষায় কথা বলে তখন তাকে তখন তাকে ভাষা বিজ্ঞানীরা একটি 'ভাষা সম্প্রদায়' বলে চিহ্নিত করে থাকেন। তবে ভাষা সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা যদি খুব বেশী হয়ে যায় তখন একটি সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ভাষাতে অল্প বিস্তর বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়, বলা বাহুল্য কোনো ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোটো ছোটো অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ভাষা ছাঁদকেই বলা হয় Dialect বা উপভাষা।

'অর্থাৎ উপভাষা হল' একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ আঞ্চলিক রূপ, যার সঙ্গে আদর্শ বা মান্য ভাষার ধ্বনিগত- রূপগত- বাক্য গত পার্থক্য থাকে। তবে মূল ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্য বিস্তৃত হবে না যাতে আঞ্চলিক ভাষা রূপটি একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা হয়ে উঠে বা পারস্পরিক বোধগম্যতা হারিয়ে ফেলে। ভাষা এবং উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি তাই শ্রেণীগত নয়।